[২০১৯] ১৪ এস. সি. আর. ৫২৯

মাহিপাল

বনাম

রাজেশ কুমার ওরফে পোলিয়া ও আরেকজন

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৮৪৩)

০৫ই ডিসেম্বর,২০১৯

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং হৃষিকেশ রায়, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৩৯ – জামিন – অভিযোগকারীর মামলা ছিল যে ভুক্তভোগী-মৃত ব্যক্তি তার ভাইপো ছিলেন এবং যখন মৃত ব্যক্তি ও তার বন্ধু বাইকে করে যাচ্ছিলেন তখন অভিযুক্তরা তাকে আক্রমণ করে – ভুক্তভোগী-মৃত ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগে যার ফলে তার মৃত্যু হয় – হাইকোর্ট প্রথম অভিযুক্তের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে – অভিযোগকারী-আপিলকারী হাইকোর্টের প্রথম অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশকে বিরোধিতা করে বর্তমান আপিল দায়ের করেন – স্থির করে: জামিনের আবেদন মূল্যায়নকারী একটি আদালতের কাছে অভিযুক্ত কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনার একটি আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক ধারণা খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্ত কর্তৃক প্রকৃত অর্থে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয় – পোস্টমর্টেম প্রতিবেদন অনুসারে, ভুক্তভোগী-মৃত ব্যক্তির মাথায় আঘাত করা হয়েছিল – মেডিকেল বোর্ডের মতামত ছিল যে তিনি মাথায় আঘাতের কারণে মারা গেছেন – ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির সাথে উপস্থিত থাকা বন্ধুর বক্তব্য ধারা ১৬১-এর অধীনে নথি করা হয়েছিল – বিবৃতিতে কথিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে এবং পাঁচজন অভিযুক্তের সকলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সকলের মৃত ব্যক্তিকে হত্যার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে – বলা হয়েছে যে অভিযুক্তরা এরপর মৃত ব্যক্তির বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় – হাইকোর্ট কর্তৃক পাস করা আদেশটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগের অভাব দেখিয়েছে – অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা না করে হাইকোর্ট ভুল করেছে – অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার হাইকোর্টের আদেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং তা বাতিল করা হলো – ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা – জামিন।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৩৯ – জামিন – জামিন মঞ্জুর/প্রত্যাখ্যান – নির্ধারণকারী কারণ – স্থির করে: কোনো মামলা জামিন মঞ্জুর করার জন্য উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসংখ্য কারণের ভারসাম্য বজায় রাখা জড়িত, যার মধ্যে অপরাধের প্রকৃতি,

শাস্তির তীব্রতা এবং অভিযুক্তের জড়িত থাকার একটি আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ –জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনো আবেদন মূল্যায়নের জন্য আদালতের কাছে কোনো সরল সূত্র নেই - কোনো মামলা জামিন মঞ্জুর করার জন্য উপযুক্ত কিনা তা মূল্যায়নের পর্যায়ে, আদালতের কাছে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্ত কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নথিতে থাকা প্রমাণের বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই - সেটি বিচারের বিষয় - তবে, আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার কোনো আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা এবং জড়িত বিবেচনার ভারসাম্যের উপর, অভিযুক্তের অব্যাহত আটক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূরণ করে কিনা।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৩৯ – জামিন – নিম্ন আদালত কর্তৃক জামিন মঞ্জুর করা হলে – হস্তক্ষেপের পরিধি – স্থির করে: আপিল আদালতকে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে ধীর হতে হবে এবং জামিন বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৩৯ – জামিন – জামিন মঞ্জুরের আদেশের সঠিকতা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ক্ষমতা বনাম জামিন বাতিলের আবেদন – নির্ধারণকারী কারণ – রায়: জামিন মঞ্জুরের আদেশের সঠিকতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ক্ষমতার নির্দেশক বিবেচনাগুলি জামিন বাতিলের আবেদনের মূল্যায়নের থেকে ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে – জামিন মঞ্জুরের আদেশের সঠিকতা পরীক্ষা করা হয় জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার অনুপযুক্ত বা স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ ছিল কিনা তার ভিত্তিতে – পরীক্ষা হল জামিন মঞ্জুরের আদেশটি বিকৃত, অবৈধ বা অযৌক্তিক কিনা – অন্যদিকে, জামিন বাতিলের আবেদন সাধারণত জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা জামিনের শর্তের উপরিস্থাপক পরিস্থিতি বা লঙ্ঘনের অস্তিত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়।

বিচার বিভাগীয় শৃঙ্খলা: জামিন মঞ্জুর/প্রত্যাখ্যান করার সময় কারণযুক্ত/স্পষ্ট আদেশ – এটি উন্মুক্ত বিচারের একটি মৌলিক ভিত্তি যে জামিন প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিচারকের মনে যে কারণগুলি প্রভাব ফেলেছে তা পাস করা আদেশে লিপিবদ্ধ করা হয় – উন্মুক্ত বিচার এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয়, বরং সুস্পষ্টভাবে এবং নিঃসন্দেহে করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হওয়া উচিত – কারণযুক্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিচারকদের কর্তব্য এই প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত –

জামিন মঞ্জুরের প্রশ্নগুলি ফৌজদারি বিচারে থাকা ব্যক্তিদের স্বাধীনতা এবং অপরাধীদের ন্যায়বিচার ব্যাহত করার সুযোগ না দেওয়ার ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার স্বার্থ উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত – বিচারকদের তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উপনীত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য – যেখানে জামিন প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুরের কোনো আদেশে সিদ্ধান্তের কারণ উল্লেখ করা হয় না, সেখানে মস্তিষ্কের প্রয়োগের অভাবের অনুমান থাকে – জামিন।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করে: ১. কোনো অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার বিধান কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। এই কারণেই এই আদালত সাধারণত হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের বিচক্ষণতা যদি যথাযথ মনোযোগ প্রয়োগ না করে বা এই আদালতের নির্দেশনার পরিপন্থীভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে জামিন মঞ্জুরের এই ধরনের আদেশ বাতিল হওয়ার যোগ্য। জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিধান মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন ন্যায়বিচার প্রশাসনের জনস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার মধ্যে একটি উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে, জামিন আইনের সীমার মধ্যে এবং এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। এই কারণেই আদালতকে প্রতিটি মামলার ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুরের বিচক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশক অসংখ্য কারণের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই নির্ধারণের অন্তর্নিহিত বিষয় হল, নথিতের বিশ্লেষণের উপর, অভিযুক্ত অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার কোনো আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা। এই পর্যায়ে আদালতের বিস্তারিতভাবে নথিতে থাকা প্রমাণ পরীক্ষা করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার প্রাসঙ্গিকতা নেই। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৫৩৯-জি-এইচ; ৫৪০-এ-সি]

২. জামিন মঞ্জুরের আদেশের সঠিকতা পরীক্ষা করা হয় জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার অনুপযুক্ত বা স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ ছিল কিনা তার ভিত্তিতে। পরীক্ষা হল জামিন মঞ্জুরের আদেশটি বিকৃত, অবৈধ বা অযৌক্তিক কিনা। অন্যদিকে, জামিন বাতিলের আবেদন সাধারণত জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা জামিনের শর্তের উপরিস্থাপক পরিস্থিতি বা লঙ্ঘনের অস্তিত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়। জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় কোনো আদালত প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে ব্যর্থ হলে, একটি আপিল আদালত ন্যায়সঙ্গতভাবে জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করতে পারে।

আপিল আদালত জামিন মঞ্জুর করার আদেশটি মনের প্রয়োগ না করার কারণে ভুগছে কিনা বা নথিতে থাকা প্রমাণের প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহন করা হয় না কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। [অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬] [৫৪০-ই-এফ; ৫৪১-ডি]

৩.ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের ফলাফল ছিল যে মোট সাতাশটি প্রাক-ময়নাতদন্তের আঘাত নথিভুক্ত করা হয়েছিল যার মধ্যে সাতটি মাথায় দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মৃত্যুর কারণ কোমা ছিল মাথার আঘাতের ফলে। প্রথম বিবাদীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তি বাইক থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং আঘাত পেয়েছিলেন যা তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তবে, নথিতের প্রমাণগুলি বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা আদালতের পক্ষে নয়, কারণের একটি শৃঙ্খলার উপর একটি চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য।জামিনের আবেদনের মূল্যায়নকারী আদালতকে অভিযুক্তের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করতে হবে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে না যে অভিযুক্ত অপরাধটি আসলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্তের দ্বারা করা হয়েছিল। মৃত ব্যক্তির বন্ধুর বিবৃতি যা মৃত ব্যক্তির সাথে উপস্থিত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।১৬১ ধারার অধীনে ঘটনার বিবরণ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। বিবৃতিতে অভিযুক্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং পাঁচজন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মৃত ব্যক্তিকে হত্যার সাধারণ উদ্দেশ্যকে দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে অভিযুক্তরা এরপর মৃতের বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। [অনুচ্ছেদ ১৭-১৮] [৫৪২-এ, ডি-এফ]

৪. হাইকোর্টের জারি করা আদেশটি বস্তুগত তথ্যগুলি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধের গুরুত্ব এবং পূর্বে উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলির প্রতি মনের প্রয়োগ না করার বিষয়টি দেখায় যা বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল। হাইকোর্ট অভিযুক্তদের দৈনিক ভিত্তিতে বড় করা হবে কিনা তা নির্ধারণের সাথে প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা না করে ভুল করেছে। হাইকোর্টের জামিনে অভিযুক্তদের বড় করার আদেশটি ভুল এবং বাতিল করার যোগ্য। [অনুচ্ছেদ ২০-২১] [৫৪৩-জি-এইচ; ৫৪৪ এ]

৫.একক বিচারপতির রায় ভুল হওয়ার আরও একটি কারণ রয়েছে। জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার আদেশের জন্য এটি জুডি শৃঙ্খলার একটি ভাল অনুশীলন যা তার বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের সাথে ওজন করা কারণগুলি নথিভুক্ত করে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের মূল্যায়ন মূলত একটি অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা বলেঃ

আবেদনকারীর আইনজীবীর দাখিল করা বক্তব্য বিবেচনা করে এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং মামলার গুণাগুণের উপর কোনো মতামত প্রকাশ না করে, এই আদালত আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত বলে মনে করে।" শুধুমাত্র "নথি পর্যালোচনা করে" এবং "মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে" উল্লেখ করা একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারিক আদেশের উদ্দেশ্য পূরণ করে না। জামিন মঞ্জুর করার প্রশ্ন ফৌজদারি বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাধীনতা এবং অপরাধ বিচার ব্যবস্থার স্বার্থ উভয়কেই স্পর্শ করে যাতে যারা অপরাধ করে তারা ন্যায়বিচারকে বাধা দেওয়ার সুযোগ না পায়। বিচারকদের তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পৌঁছানোর কারণ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য। যেখানে জামিন প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুর করার কোনো আদেশে সিদ্ধান্তের কারণ উল্লেখ করা হয় না, সেখানে বিচারক মনঃসংযোগ করেননি বলে ধরে নেওয়া হয় যা এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমান মামলায় হাইকোর্টের অগভীর বিশ্লেষণ টিকিয়ে রাখা যায় না।

রাম গোবিন্দ উপাধ্যায় বনাম সুদর্শন সিং (২০০২) ৩ এসসিসি ৫৯৮ : [২০০২] ২ এসসিআর ৫২৬; প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশিস চ্যাটার্জী (২০১০) ১৪ এসসিসি ৪৯৬ : [২০১০] ১২ এসসিআর ১১৬৫; আশ মোহাম্মদ বনাম শিব রাজ সিং (২০১২) ৯ এসসিসি ৪৪৬ : [২০১২] ৭ এসসিআর ৫৮৪; রঞ্জিত সিং বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য (২০১৩) ১৬ এসসিসি ৭৯৭ : [২০১৩] ১১ এসসিআর ২৭৩; নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৪) ১৬ এসসিসি ৫০৮ : [২০১৪] ১২ এসসিআর ৪৫৩; বিরূপাক্ষাপ্পা গৌড়া বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৭) ৫ এসসিসি ৪০৬ : [২০১৭] ৪ এসসিআর ৩৭৩; ওড়িশা রাজ্য বনাম মহিমানন্দ মিশ্র (২০১৮) ১০ এসসিসি ৫১৬; নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৫) ১৫ এসসিসি ৪২২; কল্যাণ চন্দ্র সরকার বনাম রাজেশ রঞ্জন (২০০৪) ৭ এসসিসি ৫২৮ – নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০২] ২ এসসিআর ৫২৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১০] ১২ এসসিআর ১১৬৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০১২] ৭ এসসিআর ৫৮৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৩] ১১ এসসিআর ২৭৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৪] ১২ এসসিআর ৪৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪

রেফারেন্স (মামলা নং)	নির্ভরতা	সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ
[২০১৭] ৪ এসসিআর ৩৭৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০১৮) ১০ এসসিসি ৫১৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০১৫) ১৫ এসসিসি ৪২২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
(২০০৪) ৭ এসসিসি ৫২৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৮৪৩।

রাজস্থান হাইকোর্টের, জয়পুর বেঞ্চের ১০.০৫.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, এস.বি. ২০১৯ সালের ফৌজদারি বিবিধ জামিন আবেদন নং ৫৩৪৫।

২০১৯ সালের ১৮৪৪,১৮৪৫,১৮৪৬,১৮৪৭ নং ফৌজদারি আপিল সহ।

করণ ভারিহোক, সিদ্ধান্ত শর্মা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

বিবাদীদের পক্ষে ড. মনীশ সিংভি, প্রবীণ আইনিজীবি., শৈলজা নন্দ মিশ্র, অর্পিত প্রকাশ, সন্দীপ কুমার ঝা, সারদ কুমার সিংহানিয়া, পঙ্কজ সিংহল, এস. এফ. আর. এস., রশ্মি সিংহানিয়া, মিলিন্দ কুমার, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১.অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. এই আপিলের ব্যাচটি রাজস্থান হাইকোর্টের জয়পুর বেঞ্চে ১০ই মে ২০১৯ তারিখের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত একক বিচারপতির রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩[১]-এর ৪৩৯ ধারার অধীনে দায়ের করা জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে, হাইকোর্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে জামিনে প্রথম বিবাদীর মেয়াদ বাড়িয়েছে। মূল অভিযোগকারী এই আদালতে আপিল করছেন।

৩.অনুরূপ আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ একক বিচারক অন্য চার অভিযুক্ত-অনিল কুমার, অজয় কুমার, বিকাশ কুমার এবং বিজয় কুমারকে জামিন মঞ্জুর করেন। এই আদেশগুলির বিরুদ্ধে আপিলকারীর দায়ের করা আপিলগুলি বর্তমান আপিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু এই সমস্ত বিষয়গুলির তথ্য এবং জড়িত প্রশ্নগুলি একই রকম, তাই তাদের একসাথে শুনানি করা হয়েছে এবং এই সাধারণ রায় দ্বারা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সুবিধার্থে, ২০১৯ সালের এসএলপি (সিআরএল) নং ৬৩৩৯-এর তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১)সি.আর.পি.সি.

৪. আপিলকারী কর্তৃক ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন[২] দাখিল করা হয়, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে তার প্রয়াত ভাইপো – অখিলেশ তার বিবাহের জন্য এক মাসের ছুটিতে শহরে এসেছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয় যে ২০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায়, মৃত ব্যক্তি এবং তার বন্ধু আশিষ একটি কাজের জন্য তাদের শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেন। প্রায় ৭টা ৩০ মিনিটে, মৃত ব্যক্তি এবং আশিষ রাস্তায় তাদের বাইক থামান, যার ফলে বিজয় এবং অনিল নামক দুজন অভিযুক্তের সাথে তাদের ঝগড়া হয়, যারা তখন মৃত ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে। সেই সময়, লাঠিসোঁটা সজ্জিত পাঁচ থেকে ছয়জন ছেলে মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, যাদের নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে মৃত ব্যক্তি তার মোটরসাইকেলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরেই অভিযুক্ত – অনিল, অজয়, রাজেশ (প্রথম বিবাদী), বিকাশ এবং বিজয়ের মুখোমুখি হন। অভিযোগ করা হয় যে অভিযুক্তরা মৃত ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রড দিয়ে মারধর করে। অভিযোগ করা হয় যে মৃত ব্যক্তিকে মারধরের পর অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে চিরাওয়ার ঝুনঝুনু আর অ্যান্ড আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে, আঘাতের গুরুতরতার কারণে, তাকে জয়পুরের ফোর্টিস হাসপাতালে রেফার করা হয়, যেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

৫. ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন নথিভুক্ত করা হয়। মৃতের শরীরে সাতাশটি আঘাতের চিহ্ন উল্লেখ করা হয় যা মৃত্যুর পূর্বে লেগেছিল। ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রথম বিবাদীকে গ্রেফতার করা হয়। আপিলকারী এবং আশিষের ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৬১ ধারার অধীনে জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৯০৮[৩]-এর ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ এবং ৩৯৭ ধারার অধীনে ২০১৯ সালের ১০ মার্চ পাঁচজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০১৯ সালের ২৭ মার্চ পিলানির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়। যেহেতু অভিযুক্তদের ৩০২ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাই মামলাটি বিচারের জন্য ঝুনঝুনুর অতিরিক্ত দায়রা জজের কাছে প্রেরণ করা হয়।

৬. অতিরিক্ত দায়রা বিচারককের কাছে প্রথম বিবাদী কর্তৃক দাখিল করা জামিনের আবেদন ২০১৯ সালের ১০ এপ্রিল খারিজ করা হয়। এরপর, প্রথম বিবাদী রাজস্থান হাইকোর্টে জামিনের আবেদন দাখিল করেন, যা মঞ্জুর করা হয়। আপিলকারী হাইকোর্টের প্রথম বিবাদীকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতে বর্তমান আপিল দাখিল করেছেন। ২০১৯ সালের ১২ জুলাই এই আদালত নোটিশ জারি করে।

৭. হাইকোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন:

---

২)২০১৮ সালের এফ.আই.আর নং. ৩৪৭

৩)দণ্ড বিধি

(i) তদন্তে অভিযুক্তের আপাতদৃষ্টিতে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মামলা। হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার কোনো কারণ ছিল না;

(ii) হাইকোর্ট অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করার ন্যায্যতা প্রমাণ করে কোনো যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করেনি;

(iii) হাইকোর্ট ঘটনার স্থলে উপস্থিত একমাত্র আহত প্রত্যক্ষদর্শী আশিষের বক্তব্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযুক্তরাই মৃতের মৃত্যুর জন্য দায়ী;

(iv) ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে মৃতের শরীরে সাতাশটি আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে এবং মতামত দেওয়া হয়েছে যে মৃত্যুর কারণ সৃষ্টিকারী আঘাতগুলি মৃত্যুর ছয় ঘণ্টার মধ্যে করা হয়েছিল; এবং

(v) মৃতের ফোন অভিযুক্ত অনিলের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যখন ঘটনায় ব্যবহৃত বাইকটি প্রথম বিবাদীর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৮. দ্বিতীয় বিবাদী – রাজস্থান রাজ্য একটি হলফনামা দাখিল করেছে যা আপিলকারীর উত্থাপিত অনুরূপ যুক্তির ভিত্তিতে হাইকোর্টের আদেশের বিরোধিতা করে। আরও বলা হয়েছে যে অভিযুক্তদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে মৃতের বন্ধু – আশিষকে হত্যার অভিপ্রায়ের অভিযোগ এনে আরেকটি এফআইআর[৪] নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৯. অন্যদিকে, প্রথম বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে:

(i) ঘটনার তারিখে, মৃত ব্যক্তি এবং প্রথম বিবাদীর মধ্যে একটি কথা কাটাকাটি হয়েছিল, যেখানে মৃত ব্যক্তি আক্রমণকারী ছিলেন। এরপর, মৃত ব্যক্তি তার বাইক থেকে পড়ে যান এবং আঘাত পান যা তার শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়;

(ii) প্রথম বিবাদী এফআইআরের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ মাস ধরে হেফাজতে রয়েছেন;

(iii) এফআইআর এবং চার্জশিটের অভিযোগগুলি পড়লেও, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন বাতিল করার ন্যায্যতা প্রমাণ করে এমন কোনো আপাতদৃষ্টিতে জোরালো মামলা তৈরি হয়নি; এবং

(iv) অভিযুক্তদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার বর্তমান মামলার উপর কোনো প্রভাব নেই।

---

৪)২০১৯ সালের এফআইআর নং ৫২।

এই আদালতে পাঁচজন অভিযুক্তের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ হলফনামা দাখিল করা হয়, যেখানে উপরের বক্তব্যগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

১০. এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলি আমাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হলো।

১১. মূলত, এই আদালতকে বিশ্লেষণ করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা বৈধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা। ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা ব্যাপক। তবে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে যদিও জামিন মঞ্জুর করা আদালতের বিচক্ষণতামূলক ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে জড়িত, তবুও এটিকে বিচারিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে নয়। রাম গোবিন্দ উপাধ্যায় বনাম সুদর্শন সিং[৫] মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারকের বেঞ্চের পক্ষ থেকে বিচারপতি উমেশ ব্যানার্জী জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করেছিলেন:

"৩. জামিন মঞ্জুর করা যদিও একটি বিচক্ষণতামূলক আদেশ — তবে, এই ধরনের বিচক্ষণতা বিচারিক পদ্ধতিতে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে নয়, প্রয়োগ করা উচিত। কোনো জোরালো কারণবিহীন জামিনের আদেশ টিকিয়ে রাখা যায় না। তবে, উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে জামিন মঞ্জুর করা আদালতের বিচারাধীন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং ঘটনা, তবে, সর্বদা মামলার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়... অপরাধের প্রকৃতি জামিন মঞ্জুর করার মৌলিক বিবেচনার অন্যতম — অপরাধ যত জঘন্য, জামিন প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা তত বেশি, তবে, তা মামলার বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

৪. উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হিসাবে গণ্য হতে পারে এমন কিছু বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও, সেগুলি কেবলমাত্র উদাহরণস্বরূপ এবং সম্পূর্ণ নয়, এবং তেমন কিছু হতেও পারে না। বিবেচ্য বিষয়গুলি হল:

(ক) জামিন মঞ্জুর করার সময় আদালতকে কেবল অভিযোগের প্রকৃতিই নয়, অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তির তীব্রতা এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণের প্রকৃতিও মনে রাখতে হবে।

(খ) সাক্ষীদের প্রভাবিত করার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা বা অভিযোগকারীর জন্য হুমকির আশঙ্কাও জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনায় থাকা উচিত।"

৫) (২০০২) ৩ এস. সি. সি ৫৯৮

(গ) অভিযুক্তের দোষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের জন্য সম্পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকার প্রত্যাশা না থাকলেও, অভিযোগের সমর্থনে আদালতের প্রাথমিক সন্তুষ্টি সবসময় থাকা উচিত।

(ঘ) অভিযোগের তুচ্ছতা সবসময় বিবেচনা করা উচিত এবং জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে কেবল সত্যতার উপাদানই বিবেচনা করতে হবে, এবং যদি অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত জামিনের আদেশের অধিকারী।

১২. কোনো মামলায় জামিন মঞ্জুর করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসংখ্য কারণের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, যার মধ্যে অপরাধের প্রকৃতি, শাস্তির তীব্রতা এবং অভিযুক্তের জড়িত থাকার প্রাথমিক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনো সরল সূত্র আদালতের কাছে নেই। জামিন মঞ্জুরের জন্য কোনো মামলা উপযুক্ত কিনা তা মূল্যায়নের পর্যায়ে, অভিযুক্ত কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার জন্য আদালতের নথিে থাকা প্রমাণের বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। সেটি বিচারের বিষয়। তবে, আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার মতো প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট বিবেচনার ভারসাম্যের ভিত্তিতে, অভিযুক্তের অব্যাহত আটক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা-এর উদ্দেশ্য পূরণ করে কিনা। যেখানে নিম্ন আদালত কর্তৃক জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে, সেখানে একটি আপিল আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে ধীর হতে হবে এবং জামিন বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

১৩. হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন মঞ্জুর করে দেওয়া কোনো আদেশের যথার্থতা মূল্যায়নে এই আদালতকে যে নীতিগুলি পরিচালিত করে, তা প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশিস চ্যাটার্জী[৬] মামলায় এই আদালত কর্তৃক সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছিল। সেই মামলায়, অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য বিচারের সম্মুখীন ছিলেন। অভিযুক্তের দাখিল করা বেশ কয়েকটি জামিনের আবেদন অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল। হাইকোর্ট ঘুরে অভিযুক্তের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে, এই আদালতের দুই বিচারকের বেঞ্চের পক্ষে বিচারপতি ডি কে জৈন বলেছিলেন:

৬)(২০১০) ১৪ এসসিসি ৪৯৬

"৯. ... এটা সুবিদিত যে এই আদালত সাধারণত অভিযুক্তকে হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, হাইকোর্টের উপরও একইভাবে এই বিষয়ে এই আদালতের অসংখ্য রায়ে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলির কঠোরভাবে মেনে বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও ন্যায়সঙ্গতভাবে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা কর্তব্য। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে, জামিনের আবেদনের বিবেচনার সময় যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হয় সেগুলি হল:

(i) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার মতো কোনো প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা;

(ii) অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব;

(iii) দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তির তীব্রতা;

(iv) জামিনে মুক্তি পেলে অভিযুক্তের পলায়ন বা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা;

(v) অভিযুক্তের চরিত্র, আচরণ, উপায়, পদমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান;

(vi) অপরাধের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা;

(vii) সাক্ষীদের প্রভাবিত করার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা; এবং

(viii) অবশ্যই, জামিন মঞ্জুর করলে বিচার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা।

...

১২. এটা স্পষ্ট যে যদি হাইকোর্ট এই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে যান্ত্রিকভাবে জামিন মঞ্জুর করে, তবে উক্ত আদেশ মস্তিষ্কের প্রয়োগের অভাবের দোষে দুষ্ট হবে, যা এটিকে অবৈধ করে তুলবে..."

১৪. অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার বিধান একজন ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। এই কারণেই এই আদালত সাধারণত হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, যেখানে হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের বিচক্ষণতা যথাযথভাবে মস্তিষ্কের প্রয়োগ ব্যতিরেকে বা এই আদালতের নির্দেশনার পরিপন্থীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে জামিন মঞ্জুরের এই ধরনের আদেশ বাতিল হওয়ার যোগ্য। আদালতকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে এমন একটি প্রাথমিক ধারণা, অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং অভিযুক্ত কর্তৃক কোনোভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি বা ন্যায়বিচারের পথ এড়ানোর সম্ভাবনার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়।

জামিনে মুক্তির বিধান ন্যায়বিচারের প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ এবং মামলার বিচারের অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তির স্বাধীনতার সুরক্ষার মধ্যে একটি উপযুক্ত ভারসাম্য স্থাপন করে। তবে, জামিন মঞ্জুর আইনের সীমার মধ্যে এবং এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী মেনে সুরক্ষিত করতে হবে। এই কারণেই একটি আদালতকে প্রতিটি মামলার ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুরের বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালিত অসংখ্য কারণের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এই নির্ধারণের অন্তর্নিহিত বিষয় হল, নথিের বিশ্লেষণে, এটা প্রতীয়মান হয় কিনা যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার মতো প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

এই পর্যায়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নথিে থাকা প্রমাণের বিস্তারিত পরীক্ষা করা প্রাসঙ্গিক নয়। প্রশান্ত মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত ধারাবাহিকভাবে এই আদালত কর্তৃক আশ মোহাম্মদ বনাম শিব রাজ সিং[৭], রঞ্জিত সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[৮], নীরু যাদব বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য[৯], বিরূপাক্ষ গৌড়া বনাম কর্ণাটক রাজ্য[১০] এবং ওড়িশা রাজ্য বনাম মহিমানন্দ মিশ্র[১১] মামলাগুলিতে অনুসরণ করা হয়েছে।

১৫. জামিন মঞ্জুরের আদেশের যথার্থতা মূল্যায়নে একটি আপিল আদালতের ক্ষমতা পরিচালনার বিবেচ্য বিষয়গুলি জামিন বাতিলের আবেদনের মূল্যায়নের থেকে ভিন্ন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জামিন মঞ্জুরের আদেশের যথার্থতা যাচাই করা হয় জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার অনুপযুক্ত বা খেয়ালখুশিমতো প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা তার ভিত্তিতে। পরীক্ষা হল জামিন মঞ্জুরের আদেশটি বিকৃত, অবৈধ বা অযৌক্তিক কিনা। অন্যদিকে, জামিন বাতিলের আবেদন সাধারণত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরবর্তী পরিস্থিতি বা জামিনের শর্ত লঙ্ঘনের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয় যাকে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। নীরু যাদব বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য[১২], হাইকোর্ট কর্তৃক অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে, এই আদালতের দুই বিচারকের একটি বেঞ্চ জামিন মঞ্জুরের নীতিগুলি পরিচালনার নজিরগুলি পর্যালোচনা করে। বিচারপতি দীপক মিশ্র (তৎকালীন মাননীয় প্রধান বিচারপতি) রায় দেনঃ

---

৭) (২০১২) ৯ এসসিসি ৪৪৬
৮) (২০১৩) ১৬ এসসিসি ৭৯৭
৯) (২০১৪) ১৬ এসসিসি ৫০৮
১০) (২০১৭) ৫ এসসিসি ৪০৬
১১) (২০১৮) ১০ এসসিসি ৫১৬
১২) (২০১৫) ১৫ এসসিসি ৪২২

"...আইনে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে জামিন মঞ্জুর হওয়ার পরে তা বাতিল করা, কারণ অভিযুক্ত অসদাচরণ করেছে অথবা এমন কিছু পরবর্তী পরিস্থিতি ঘটেছে যা এই ধরনের বাতিলকরণের পরোয়ানা করে, তা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় জামিন মঞ্জুরের আদেশের থেকে যা অযৌক্তিক, অবৈধ এবং বিকৃত। যদি কোনো মামলায়, জামিনের আবেদনের বিবেচনার সময় যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত ছিল তা বিবেচনা করা হয়নি অথবা তা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, নিঃসন্দেহে উচ্চতর আদালত এই ধরনের জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করতে পারে। এই ধরনের মামলা একটি ভিন্ন শ্রেণীর এবং একটি পৃথক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকৃতির মামলার মোকাবিলার সময়, আদালত অভিযুক্ত কর্তৃক শর্ত লঙ্ঘনের উপর বা পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া পরবর্তী পরিস্থিতিগুলির উপর আলোকপাত করে না। বিপরীতে, এটি আদালতের দেওয়া আদেশের ন্যায্যতা এবং দৃঢ়তার উপর গভীরভাবে আলোকপাত করে..."

১৬. যেখানে জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় কোনো আদালত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে একটি আপিল আদালত ন্যায়সঙ্গতভাবে জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করতে পারে। এইভাবে একটি আপিল আদালতের বিবেচনা করা প্রয়োজন যে জামিন মঞ্জুরের আদেশে মস্তিষ্কের প্রয়োগের অভাব রয়েছে কিনা অথবা নথিে থাকা প্রমাণের প্রাথমিক ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিনা। সুতরাং এই আদালতের পক্ষে এটা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যে, সাক্ষ্যপ্রমাণের নথিের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার মতো কোনো প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল কিনা, অপরাধের গুরুত্ব এবং শাস্তির তীব্রতাও বিবেচনায় নিয়ে। বর্তমান মামলায় হাইকোর্টের আদেশ, যতদূর প্রাসঙ্গিক, তা নিম্নরূপ:

"২. আবেদনকারীর আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তি তার মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন, যা একটি তীক্ষ্ণ বাঁকে পিছলে যায়, যার ফলে তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পান, যার মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে মাথায় আঘাতও ছিল যার কারণে তার মৃত্যু হয়। আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে, আদালতে ইতিমধ্যেই চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং বিচার শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

৩. বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবী এবং অভিযোগকারীর আইনজীবী জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছেন।

৪. আবেদনকারীর আইনজীবীর দাখিল করা বক্তব্য বিবেচনা করে এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এবং মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ না করে,

"...এই আদালত আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত মনে করে।"

১৭. প্রতিদ্বন্দ্বী দাখিলগুলি মূল্যায়ন করার সময়, ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের ময়না তদন্ত প্রতিবেদনের ফলাফলের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আঘাতের ভিত্তিতে, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে:

"উপরে উল্লিখিত সমস্ত আঘাত মৃত্যুর পূর্বেকার। মৃত্যুর প্রায় ৬ ঘণ্টা পূর্বে সংঘটিত।

চিকিৎসক বোর্ডের সদস্যরা এই মত পোষণ করেন যে মৃত্যুর কারণ হল কোমা, যা এই পিএমআর-এ উল্লিখিত মৃত্যুর পূর্বেকার মাথায় আঘাতের ফলে হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। তবে, উপরে প্রেরিত নমুনার এফএসএল রিপোর্ট পাওয়ার পরেই চূড়ান্ত মতামত দেওয়া হবে।"

মোট সাতাশটি মৃত্যুর পূর্বেকার আঘাত নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে সাতটি মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। এর ফলে মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মৃত্যুর কারণ ছিল মাথায় আঘাতের ফলে সৃষ্ট কোমা। প্রথম বিবাদীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে মৃত ব্যক্তি বাইক থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পান এবং তার ফলে তার মৃত্যু হয়। তবে, কার্যকারণের শৃঙ্খলের উপর একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আদালতের নথিে থাকা প্রমাণের বিস্তারিত মূল্যায়ন করার প্রয়োজন নেই। জামিনের আবেদন মূল্যায়নকারী একটি আদালতের অভিযুক্ত কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনার একটি প্রাথমিক ধারণা খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং অভিযুক্ত কর্তৃক সন্দেহাতীতভাবে কথিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা সিদ্ধান্তে আসা নয়।

১৮. আশীষ কুমার, যিনি ঘটনার সময় মৃতের সাথে উপস্থিত ছিলেন বলে কথিত আছে, তার ১৬১ ধারায় জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। জবানবন্দিতে কথিত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং পাঁচজন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সকলের মৃতের হত্যার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে অভিযুক্তরা এরপর মৃতের বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।

১৯. ২০১৯-এর ১০ই মার্চ তারিখের অভিযোগপত্র থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ প্রাসঙ্গিকঃ

"...অতএব, জেলার মাননীয় পুলিশ সুপারের ২৮.১২.১৮ তারিখের স্মারক নং অভিযোগ/২০১৮/৪৮৯৯-৪৯০০-এর আদেশের সম্মতিতে, মামলার আরও তদন্ত শুরু করেন সার্কেল অফিসার, শ্রীমতি মমতা সরস্বত, আর.পি.এস. সার্কেল, ঝুনঝুনু শহর। তদন্তকালে, সার্কেল অফিসার শ্রীমতি মমতা সরস্বত,

আর.পি.এস. সার্কেল ঝুনঝুনু শহর বর্তমান মামলায় গ্রেপ্তারকৃত সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি যথা বিজয় কুমার, অজয় কুমার ওরফে শেওদান, বিকাশ কুমার, অনিল কুমার ওরফে ভিররিয়া এবং রাজেশ কুমার ওরফে পাউলিয়ার তদন্ত করেন।মৃত্যুর শিকার ব্যক্তির মোবাইল অভিযুক্ত অনিল কুমার ওরফে ভিররিয়ার কাছ থেকে সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে তার প্রকাশ স্মারকলিপি অনুসারে উদ্ধার করা হয়েছে। মোবাইলের জব্দ তালিকা তৈরি করে মামলার নথিতে যুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার সময় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, প্রকাশ স্মারকলিপি অনুসারে, অভিযুক্ত রাজেশ কুমার ওরফে পাউলিয়ার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

....

এরপর, অনিল কুমারের বন্ধু অজয় কুমার, রাজেশ এবং বিকাশ, এই তিনজনই ঘটনাস্থল গারখেরা তিড়াহায় আসেন এবং সেখানে আসা মাত্রই তারা লাঠি দিয়ে মৃত অখ্তলিহা এবং মনুকে মারধর শুরু করেন এবং এরপর অনিল কুমার এবং বিজয় কুমারও মৃত অখ্তলিহা এবং মনুকে মারধর শুরু করেন।

....

...তবে, উল্লেখ করা হয়েছে যে মৃতের মাথায় সাতটি আঘাত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল মার্ক এ-তে ঘটনার সময় মৃতের মাথায় বহু গুরুতর আঘাত করেছিলেন, যার কারণে সেখান থেকে দৌড়ে যাওয়ার পরে মৃত ব্যক্তি কোমায় চলে যান এবং ট্যাঙ্কের সাথে ধাক্কা খান, যার ফলে অখ্তলিহা তার আঘাতের কারণে মারা যান।

(গুরুত্ব আরোপিত)

২০. মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত বা মতামত প্রকাশ না করে, হাইকোর্ট কর্তৃক মঞ্জুর করা জামিন বাতিলের একটি কারণ তৈরি হয়েছে। হাইকোর্ট উপরে উল্লিখিত উপাদানগুলি বিবেচনা না করে স্পষ্টতই ভুল করেছে। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধের গুরুত্ব এবং পূর্বে উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলির প্রতি মস্তিষ্কের প্রয়োগের অভাব দেখায় যা বিবেচনা করা উচিত ছিল।

২১. অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা না করে হাইকোর্ট ভুল করেছে।

অভিযুক্তের জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর হাইকোর্টের আদেশটি ভুল এবং তা বাতিল করা যেতে পারে।

২২. আরেকটি কারণে বিজ্ঞ একক বিচারকের রায় ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের আদেশে আদালতের বিচক্ষণতা প্রয়োগের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করা বিচারিক শৃঙ্খলার একটি সঠিক অনুশীলন। বর্তমান মামলায়, হাইকোর্টের মূল্যায়ন মূলত একটি একক অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা নিম্নরূপ:

> "৪. আবেদনকারীর আইনজীবীর দাখিল করা বক্তব্য বিবেচনা করে এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এবং মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ না করে, এই আদালত আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত মনে করে।"

২৩. কেবল "নথি পর্যালোচনা করার পর" এবং "মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে" লিপিবদ্ধ করা একটি যুক্তিপূর্ণ বিচারিক আদেশের উদ্দেশ্য পূরণ করে না। উন্মুক্ত বিচারের এটি একটি মৌলিক ধারণা, যার প্রতি আমাদের বিচার ব্যবস্থা অঙ্গীকারবদ্ধ, যে জামিন প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিচারকের মনে যে বিষয়গুলি প্রভাব ফেলেছে তা প্রদত্ত আদেশে লিপিবদ্ধ করা হয়। উন্মুক্ত বিচার এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি যে ন্যায়বিচার কেবল করাই উচিত নয়, বরং তা যেন দৃশ্যমান এবং নিঃসন্দেহে করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য বিচারকদের কর্তব্য এই অঙ্গীকারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। জামিন মঞ্জুরের প্রশ্ন ফৌজদারি বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাধীনতা এবং অপরাধ বিচার ব্যবস্থার স্বার্থ উভয়কেই উদ্বিগ্ন করে, যাতে যারা অপরাধ করে তারা যেন ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়ার সুযোগ না পায়। বিচারকরা তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পৌঁছানোর কারণ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য।

২৪. কল্যাণ চন্দ্র সরকার বনাম রাজেশ রঞ্জন[১৩] মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারকের একটি বেঞ্চ হাইকোর্টের অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তের যথার্থতা মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ে, আদালতের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, অ-জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন মঞ্জুরের আইন নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন:

> "১১. জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের আইন খুব ভালোভাবে মীমাংসিত। জামিন মঞ্জুরকারী আদালতের উচিত বিচক্ষণতার সাথে এবং স্বাভাবিকভাবে নয়, বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা। যদিও জামিন মঞ্জুরের পর্যায়ে প্রমাণের বিস্তারিত পরীক্ষা এবং মামলার গুণাগুণের বিস্তারিত নথিপত্রের প্রয়োজন নেই,

---

১৩)(২০০৪) ৭ এস. সি. সি ৫২৮

তবে এই ধরনের আদেশে প্রাথমিকভাবে কেন জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে তার কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে যেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করার অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের কারণবিহীন যেকোনো আদেশ মস্তিষ্কের প্রয়োগের অভাবের কারণে ত্রুটিপূর্ণ হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৫. জামিন প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুর করার আদেশে সিদ্ধান্তটি অবহিত করার কারণগুলি না থাকলে, এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে এমন মনের প্রয়োগের অনুমান রয়েছে। যেখানে জামিনের জন্য পূর্ববর্তী আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, সেখানে কেন জামিন মঞ্জুর করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কারণ সরবরাহ করার জন্য আপিল আদালতের উপর আরও বেশি বোঝা রয়েছে।

২৬.বর্তমান মামলায় হাইকোর্টের কার্যকরী বিশ্লেষণ টিকিয়ে রাখা যায় না। উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আপিল অনুমোদিত হয় এবং জামিনে প্রথম বিবাদীর মেয়াদ বাড়ানোর হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হয়।

২৭.উপরে লিপিবদ্ধ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আপিলগুলিও অনুমোদিত।

২৮. যেহেতু অভিযুক্তরা এই কার্যধারা চলাকালীন জামিনে মুক্তি পেয়েছে, তাই আমরা আদেশ দিচ্ছি যে জামিন বন্ড বাতিল করা হবে এবং পাঁচ অভিযুক্তকে অবিলম্বে হেফাজতে নেওয়া হবে। এই রায়ের একটি অনুলিপি অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, চিরাওয়া জেলা, ঝুনঝুনু এবং সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হবে যাতে তা মেনে চলা যায়।

২৯.আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, বর্তমান রায়কে বিচারে মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে কোনও মতামতের অভিব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।